এক নজরে ছলাত

হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ

এক নজরে ছ্বলাত

হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদক: আহমাদুল্লাহ বিন আব্দুত তাওয়াব আনসারী

الناشر: مكتبة السنة
প্রকাশনায় : মাকতাবাতুস সুন্নাহ

الناشر: مكتبة السنة
প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ
www.maktabatussunnah.org

প্রধান অফিস
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

শাখা অফিস
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০২০ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ : মার্চ ২০২১ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ৩০ (ত্রিশ) টাকা।

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

উযূর পদ্ধতি..... ০৫

উযূ ভঙ্গের কারণ.....০৯

এক নজরে উযূর ফরয ও ওয়াজীবসমূহ.....১০

এক নজরে উযূর সুন্নাতসমূহ.....১০

ছ্বহীহ ছ্বলাতে নাববী ১১

ছ্বলাতের পর যিকিরসমূহ.....৩৫

ফরয ছ্বলাতের পর দু'আ.....৩৯

বিতর ছ্বলাত.....৪০

ছ্বলাতের রাক'আত সংখ্যা.....৪২

জানাযার ছ্বলাত পড়ার ছ্বহীহ ও প্রমাণিত পদ্ধতি.....৪৩

অনুবাদকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। লক্ষ-কোটি দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তার রসূলের (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর।

ছ্বলাত একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ছ্বলাত মানুষকে নোংরা, পাপের কাজ হতে বিরত রাখে (সূরা আল আনকাবূত আয়াত নং ৪৫)।

কিন্তু বাস্তবে দেখতে পাই যে, ছ্বলাত আদায় করার পরও আমরা নানারূপ পাপ ও শরীয়াত বিরোধী কাজ বহাল তবিয়তে করে যাই। এর কারণ হলো, আমাদের ছ্বলাত সুন্নাত মোতাবেক হয় না।

আলোচ্য পুস্তকাটি পাকিস্তানের আলবানীখ্যাত হাফেয শায়েখ যুবায়ের আলী যাঈ রহিমাহুল্লাহ প্রণীত একটি অনবদ্য রচনা। মুহতারাম শায়খের ছ্বলাতের বিতর্কিত বিষয়গুলির উপর সমাধানমূলক পৃথক পৃথক গ্রন্থ রয়েছে। যেমন রফউল ইয়াদাইনের উপর লিখিত নূরুল আইনাইন, জোরে আমীন বলার উপর লিখিত আল-কওলুল মাতীন ইত্যাদি। গ্রন্থগুলি অনূদিত হয়েছে। তন্মধ্যে নূরুল আইনাইন গ্রন্থটি ৭০০ পৃষ্ঠাব্যাপী। যা রফউল ইয়াদাইনের উপর একটি বিশ্বকোষ। তবে এগুলি গবেষক, আলেমদের জন্য উপকারী। কিন্তু সাধারণ জনগণের জন্য সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য পুস্তক হিসাবে অত্র রচনাটি আমাদের কাছে সর্বাধিক উপযোগী মনে হয়েছে। সুতরাং সর্বসাধারণের উপকারার্থে এটি অনুবাদ করে মুদ্রিত করা হচ্ছে।

আল্লাহ মুহতারাম লেখককে রহম করুন। তাকে জান্নাত বাসী করুন। আমীন।

বিনীত
আহমাদুল্লাহ বিন আব্দুত তাওয়াব আনসারী
সৈয়দপুর, নীলফামারী (২৫/১২/২০১৯)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

উযূর পদ্ধতি

(১) উযূর শুরুতে[১] بِسْمِ اللَّهِ বিস্‌মিল্লাহ বলবে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

'যে ব্যক্তি উযূতে (উযূর শুরুতে) আল্লাহ্‌র নাম নেয় না তার কোনো উযূ নেই'।[২] নাবীকারীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমকে হুকুম দিয়েছেন যে,

تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللَّهِ

'তোমরা বিস্‌মিল্লাহ বলে উযূ করো'।[৩]

(২) পবিত্র পানি দ্বারা উযূ করতে হবে।[৪]

(৩) রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ

'যদি আমার উম্মতের লোকদের উপর কষ্টের আশঙ্কা না করতাম তাহলে

---

[১] প্রথমে উযূর নিয়্যাত করবে। তারপর বিস্‌মিল্লাহ বলে উযূ শুরু করবে। নিয়্যাত করার স্থান হল ক্বলব বা অন্তর। মুখে নিয়্যাত উচ্চারণ করা বিদ'আত। ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ হতে প্রকাশক কর্তৃক টীকাটি সংযুক্ত।

[২] ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭, সনদ হাসান; হাকেম, আল-মুসতাদরাক ১/১৪৭।

[৩] নাসাঈ হা/৭৮, ১/৬১, সনদ ছ্বহীহ। ইবনু খুযায়মা তার ছ্বহীহ গ্রন্থে, হা/১৪৪, ১/৭৪; ইবনু হিব্বান (আল-ইহসান হা/৬৫১০,৬৫৪৪)।

[৪] আল্লাহ বলেছেন, 'যদি তোমরা পানি না পাও তাহলে পাক-পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে' (সূরা আন নিসা ৪:৪৩; সূরা আল মায়েদা ৫:৬)। সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা গরম পানি দিয়ে উযূ করতেন (মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৫৬, ১/২৫, সনদ ছ্বহীহ)। সুতরাং প্রতীয়মান হল যে, গরম পানি দ্বারাও উযূ করা জায়েয। বি. দ্র. নাবীয, শরবত, দুধ প্রভৃতি দ্বারা উযূ করা জায়েয নেই।

তাদেরকে প্রতিটি ছ্বলাতের সাথে মিসওয়াক করার হুকুম দিতাম'।[৫]
তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে উঠে মিসওয়াক করেছেন ও উযূ করেছেন।[৬]

(৪) প্রথমে উভয় কব্জি তিনবার ধুবে।[৭]

(৫) অতঃপর তিনবার কুলী করবে এবং নাকে পানি দিবে।[৮]

(৬) এরপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করবে।[৯]

(৭) অতঃপর তিনবার হস্তদ্বয় (প্রথমে ডান ও পরে বাম) কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে।[১০]
(৮) এরপর (পুরো) মাথা মাসাহ করবে।[১১]

---

[৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৮৭; ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৫২। যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্ট মনে না করতাম তাহলে আমি উযূর সময় তাদের মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম। আহমাদ; তা বর্ণিত হয়েছে, ছ্বহীহ আল-জামে' (৫৩১৬)।

[৬] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৫৬। সুতরাং উযূর পূর্বে মিসওয়াক করা।

[৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৯; ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৬। তাবেঈ মায়মূন রহিমাহুল্লাহ যখন উযূ করতেন তখন স্বীয় আংটি নাড়িয়ে দিতেন (মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৪২৫, ১/৩৯, সনদ ছ্বহীহ)। ইসতিনজার জন্য যাওয়ার সময়ে আংটি খুলে ফেলার বর্ণনা প্রমাণিত নয়। এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ ইবনু জুরাইজের তাদলীসের কারণে যঈফ। দেখুন সুনানে আবূ দাউদ হা/১৯। লেখকের তাহকীককৃত।

[৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৯; ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২৬। এক অঞ্জলি পানি দ্বারা কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া উত্তম। যেমনটা ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯১ এবং ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৩৫ দ্বারা প্রমাণিত। তবে আলাদা পানি দিয়ে কুলি করা ও আলাদা পানি নিয়ে নাকে দেয়াও জায়েয (ইবনু আবী খায়সামা, আত-তারীখুল কাবীর হা/১৪১০, পৃ. ৫৮৮, সনদ হাসান)।

[৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৯; মুসলিম হা/২২৬। হে মুমিনগণ! যখন তোমরা ছ্বলাতে দণ্ডায়মান হও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করো, মাথা মাসাহ করো এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত করো (সূরা আল মায়েদা ৫:৬)। এক অঞ্জলি পানি নিয়ে থুতনির নীচে দিয়ে দাড়ি খিলাল করবে। আবূ দাউদ হা/১৪৫

[১০] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৯; মুসলিম হা/২২৬।

[১১] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৯; মুসলিম হা/২২৬।

উভয় হাত দিয়ে মাসাহ করবে। মাথার সূচনা হতে শুরু করে ঘাড়ের পিছনের অংশ পর্যন্ত নিয়ে যাবে, এরপর সেখান থেকে পুনরায় শুরু করে অগ্রভাগ পর্যন্ত নিয়ে আসবে।[১২] মাথা একবার মাসাহ করবে।[১৩] এরপর উভয় কানের অভ্যন্তরভাগ ও বর্হিভাগ একবার মাসাহ করবে।[১৪]

(৯) এরপর পাদ্বয় (প্রথমে ডান ও পরে বাম) টাখনুসহ তিনবার করে ধৌত করবে।[১৫]

(১০) উযূর সময়ে (হাত ও পায়ের) আঙ্গুল খেলাল করা উচিত।[১৬]

(১১) দাড়িও খেলাল করা উচিত।[১৭]

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উযূর পর লজ্জাস্থানে পানির ছিঁটা দেয়াও প্রমাণিত।[১৮] এটা সন্দেহ ও ওয়াসওয়াসা দূর করার উত্তম সমাধান।[১৯]

(১২) উযূর পর নিম্নোক্ত দু'আগুলি পড়বে-

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

[আশ হাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু ওয়া আশ হাদু

[১২] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৯; মুসলিম হা/২২৬।

[১৩] আবূ দাঊদ হা/১১১, সনদ ছ্বহীহ। কিছু বর্ণনায় মাথা তিনবার মাসাহ করাও বর্ণনা এসেছে। দেখুন সুনানে আবী দাঊদ হা/১০৭, ১১০। এটা হাসান হাদীছ।

[১৪] সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা যখন উযূ করতেন তখন উভয় শাহাদত আঙ্গুল স্বীয় কানে প্রবেশ করাতেন এবং উভয় কানের অভ্যন্তরভাগ মাসাহ করতেন। আর আঙ্গূঠো বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা বর্হিভাগ মাসাহ করতেন (মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৭৩, ১/১৮, সনদ ছ্বহীহ)। জ্ঞাতব্য : মাথা এবং কান মাসাহের পর হাতের উল্টো দিক দিয়ে ঘাড় মাসাহ করার কোনো প্রমাণ নেই।

[১৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৯; মুসলিম হা/২২৬।

[১৬] আবূ দাঊদ হা/১৪২, সনদ হাসান; তিরমিযী হা/৩৯, তিনি বলেছেন, এ হাদীছটি হাসান গরীব।

[১৭] তিরমিযী হা/৩১, তিনি বলেছেন, এ হাদীছটি হাসান ছ্বহীহ। এক অঞ্জলি পানি নিয়ে থুতনির নীচে দিয়ে দাড়ি খিলাল করবে। আবূ দাউদ হা/১৪৫

[১৮] আবূ দাঊদ হা/১৬৬, এ হাদীছটি হাসান লি-যাতিহ।

[১৯] দেখুন : মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ ১/১৬৭।

আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহ]

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই , তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রসূল।[২০]

سُبْحَانَكَ اللهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

[সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক]

'মহা পবিত্র আপনি হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি।[২১]

---

[২০] ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭/২৩৪। তাহলে তার জন্যে জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে এর যে কোনো দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করতে পারবে। বি. দ্র. তিরমিযীর (হাদীছ নং ৫৫) একটি যঈফ হাদীছে

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

এ বর্ধিতাংশ রয়েছে। এটা সনদের ইনকিতার (বিচ্ছিন্নতা) কারণে যঈফ। আবূ ইদরিস আল-খওলানী এবং আবূ ওসমান উভয়েই সাইয়েদুনা ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে কিছুই শ্রবণ করেননি। দেখুন আমার (শায়খ যুবায়ের) গ্রন্থ 'আনওয়ারুস সহীফা ফিল-আহাদীস আয-যঈফা, ক্রমিক নং ৫৫)।

উযূর পর আকাশের প্রতি আঙ্গুল উচিয়ে ইশারা করার কোনো ছ্বহীহ হাদীছ প্রমাণিত নয়। সুনানে আবূ দাউদেও এ সংক্রান্ত বর্ণনাটি (হাদীছ নং ১৭০) ইবনু আম্ম যাহরা-এর মাজহূল (অপরিচিত) হওয়ার কারণে যঈফ। উযূ করার সময়ে দু'আ পড়াও প্রমাণিত নয়।

[২১] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা হাদীছ নং ৯৯০৯; আমালুল ইয়াওম ওয়াল-লাইল হাদীছ নং ৮০, সনদ ছ্বহীহ। একে হাকেম ও যাহাবী ছ্বহীহ বলেছেন (মুসতাদরাক হাকেম হাদীছ নং ২০৭২, ১/৫৬৪)। হাফেয ইবনু হাজার লিখেছেন, 'এ হাদীছটি ছ্বহীহুল ইসনাদ' (নাতায়েজুল আফকার ১/২৪৫)। তাহলে তার জন্য কাগজে তার আমলনামা লিখে এমনভাবে মুদ্রণ করা হবে, যা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত নষ্ট হবে না। বি. দ্র. জানাবাতের গোসলের পদ্ধতি এই যে, প্রথমে গুপ্তস্থান পরিষ্কার করবে। অতঃপর মাথা মাসাহ ও পা ধোয়া ব্যতীত উযূ করবে। এরপর সমস্ত শরীরের উপর পানি ঢালবে, যেন কোথাও শুষ্কস্থান না থেকে যায়। আর শেষে পা ধুয়ে নিবে।

উযূর পর দু'রাকআত ছ্বলাত আদায় করা:[২২]

রসূল (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেছেন:

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

'যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম উযূ করবে, তারপর দু'রাক'আত ছ্বলাত আদায় করবে, যাতে দুনিয়ার কোনো খেয়াল করবে না, তার পেছনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে'। ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৪৩৩, মুসলিম হা/২২৬, শব্দ মুসলিমের।

(১৩) উযূর ভঙ্গের কিছু কারণ নিম্নরূপ- পেশাব, পায়খানা করা,[২৩] **ঘুমানো।**[২৪] **মযী বের হওয়া।**[২৫] **লজ্জাস্থানে হাত লাগানো।**[২৬] **উটের গোশত খাওয়া।**[২৭]

তায়াম্মুম:[২৮]

মুছল্লী পবিত্র হওয়ার নিয়্যাত করে 'বিসমিল্লাহ' বলে মাটিতে দু'হাত একবার মারবে। অতঃপর ফুঁক দিয়ে ঝেড়ে ফেলে প্রথমে মুখমণ্ডল, তারপর দু'হাত কব্জি পর্যন্ত একবার মাসাহ করবে।[২৯]

---

[২২] ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ হতে প্রকাশক কর্তৃক সংযুক্ত।

[২৩] দু'রাস্তা দিয়ে পেশাব, পায়খানা অথবা বায়ু নির্গত হওয়া।

[২৪] তিরমিযী হা/৩৫৩৫, তিনি বলেছেন, এ হাদীছটি হাসান ছ্বহীহ। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ব্যক্তি, যার কোনো অনুভূতি নেই। এছাড়া নেশাগ্রস্ত, জ্ঞানশূন্য কিংবা পাগল হওয়ার ফলে আকল (বিবেক-বুদ্ধি) নষ্ট হলে।

[২৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩২; মুসলিম হা/৩০৩। মনি (বীর্য), ওদি (পেশাব বা পায়খানা করার সময় পূরুষাঙ্গ দিয়ে যে তরল পদার্থ নির্গত হয়) ও মযি (কাম উত্তেজনা বশতঃ পূরুষাঙ্গ দিয়ে যে তরল পদার্থ নির্গত হয়) নির্গত হলে।

[২৬] আবূ দাঊদ হা/১৮১। তিরমিযী একে ছ্বহীহ বলেছেন, হাদীছ নং ৮২, এটি ছ্বহীহ হাদীছ। কোনো আবরণ ছাড়া লজ্জাস্থান স্পর্শ করা, চাই তা কাম প্রবৃত্তিসহ হোক বা না হোক।

[২৭] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৬০।

[২৮] ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ হতে প্রকাশক কর্তৃক সংযুক্ত।

[২৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৩৮; মুসলিম হা/৩৬৮।

[এক নজরে উযূর ফরয ও ওয়াজীবসমূহ][৩০]

১. সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করা
২. কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব
৩. দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা
৪. দু'হাত ও দু'পায়ের আঙ্গুলসমুহ ধৌত করা ওয়াজিব।
৫. মাথা মাসাহ করা
৬. দু'কান মাসাহ করা
৭. দু'পা গিঁঠসহ ধৌত করা
৮. ধারাবাহিকতা রক্ষা করা
৯. উযূর অঙ্গগুলো ধৌত করার সময় বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি ধৌত করা]

[এক নজরে উযূর সুন্নাতসমূহ][৩১]

১. মিসওয়াক করা
২. উযূর শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলা
৩. উযূর শুরুতে দু'হাত কব্জিসহ ধৌত করা
৪. এক অঞ্জলি পানি নিয়ে একই সাথে কুলি ও নাকে পানি দিবে, এরূপ তিনবার করবে
৫. সিয়াম পালনকারী ব্যতীত অন্যরা ভালভাবে কুলি করবে ও নাকে পানি দেবে
৬. বাম হাতের পূর্বে ডান হাত ধৌত করা
৭. অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা
৮. ঘন দাড়ি খিলাল করা
৯. অঙ্গসমূহ ঘর্ষণ করা
১০. দু'হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা
১১. যে স্থানসমূহ ধৌত করা ফরয তা বেশি করে ধৌত করা
১২. পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়া
১৩. উযূর পর দু'আ পাঠ করা
১৪. উযূর পর দু'রাকআত ছ্বলাত আদায় করা]

---

[৩০] ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ হতে প্রকাশক কর্তৃক সংযুক্ত।

[৩১] ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ হতে প্রকাশক কর্তৃক সংযুক্ত।

ছ্বহীহ ছ্বলাতে নাববী

তাকবীরে তাহরীমা হতে শুরু করে সালাম পর্যন্ত

(১) রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ছ্বলাতে দাঁড়াতেন তখন কিবলামুখী (কাবামুখী) হতেন।[৩২] তারপর রফউল ইয়াদাইন করতেন এবং বলতেন, 'আল্লাহু আকবার'।[৩৩] আর তিনি বলতেন, 'যখন তুমি ছ্বলাতে দাঁড়াবে তখন তাকবীর [তাকবীরে তাহ্‌রীমা] বলবে'।[৩৪]

(২) মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হস্তদ্বয় কাঁধ বরাবর তুলতেন।[৩৫]

---

[৩২] তারপর অন্তরে ছ্বলাতের নিয়্যাত করবে কিন্তু মুখে উচ্চারণ করবে না। মুখে নিয়্যাত উচ্চারণ করা শরীয়াত সম্মত নয়, বরং তা বিদ'আত। কারণ নাবী কারীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার ছাহাবাগণ কেউ মুখে নিয়্যাত উচ্চারণ করেননি। ছ্বহীহ ফিক্বহুস হতে প্রকাশক কর্তৃক টীকা সংযুক্ত।

[৩৩] ইবনু মাজাহ হা/৮০৩, সনদ ছ্বহীহ। তিরমিযী একে ছ্বহীহ বলেছেন, ৩০৪; ইবনু হিব্বান, আল-ইহসান হা/১৮৬২; ইবনু খুযায়মাহ হা/৫৮৭। এর রাবী আব্দুল হামীদ ইবনে জাফর জমহূর মুহাদ্দিসের কাছে বিশ্বস্ত ও ছ্বহীহুল হাদীছ। দেখুন নাসবুর রায়াহ (১/৩৪৪)। তার উপর কৃত সমালোচনাগুলি বাতিল। মুহাম্মাদ ইবনে আমর বিন আতা হলেন বিশ্বস্ত রাবী (তাকরীবুত তাহযীব, রাবী নং ৬১৮৭)। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে আতার আবূ হুমাইদ আস-সায়িদী ও ছাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-এর মজলিমে বসার বিষয়টি প্রমাণিত। দেখুন ছ্বহীহ বুখারী হা/৮২৮। সুতরাং এই বর্ণনাটি মুত্তাসিল। আল-বাহরুয যাখ্‌খার (হা/ ৫৩৬, ২/১৬৮) গ্রন্থে এর একটি শাহেদও রয়েছে। যার সম্পর্কে ইবনুল মুলাক্কিন বলেছেন, 'হাদীছটি মুসলিমের শর্তে ছ্বহীহ' (আল-বাদরুল মুনীর ৩/৪৫৬)।

[৩৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৫৭; ছ্বহীহ মুসলিম হা ৪৫/৩৯৭। তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলতে বুঝায়: ছ্বলাতের শুরুতে নির্দিষ্ট তাকবীর যা পূর্ববর্তী সালফে ছালেহীন জরুরী ভিত্তিতে উম্মতের জন্য রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ছ্বলাতে ঐ তাকবীর اَللهُ أَكْبَر (আল্লাহু আকবার) বলতেন। এটি ব্যতীত অন্য কিছু জীবনে একবার হলেও বলেননি। সুতরাং আল্লাহু আকবার ব্যতীত অন্য কিছু বলে ছ্বলাত শুরু করা জায়েয নেই।

[৩৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৬; ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৯০।

এটাও প্রমাণিত আছে যে, তিনি উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাতেন।[৩৬]
সুতরাং উভয়টিই জায়েয। কিন্তু বেশী সংখ্যক হাদীছে কাঁধ পর্যন্ত রফউল ইয়াদাইন করার প্রমাণ রয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, রফউল ইয়াদাইন করার সময়ে কান ধরা কিংবা স্পর্শ করা কোনো দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। পুরুষের সর্বদা কান পর্যন্ত এবং নারীদের সর্বদা কাঁধ পর্যন্ত রফউল ইয়াদাইন করাও কোনো ছ্বহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

(৩) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙ্গুলসমূহ (উপরের দিকে) প্রসারিত (স্বাভাবিকভাবে সোজা) রেখে রফউল ইয়াদাইন করতেন।[৩৭]

(৪) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ডান হাত নিজের বাম হাতের উপর এবং তা বুকের উপর রাখতেন।[৩৮]

লোকদেরকে (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ হতে) এই হুকুম দেয়া হত যে, 'ছ্বলাতে ডান হাত বাম হাতের যিরার উপর রাখবে'।[৩৯]
যিরা : কনুই হতে মধ্যমা আঙ্গুলের ডগা পর্যন্তকে যিরা বলে।[৪০]

সাইয়েদুনা ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় ডান হাত নিজের বাম হাতের তালু, কব্জি এবং সায়েদ-এর (বাহু) উপর রেখেছিলেন।[৪১]

---

[৩৬] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬, ২৫/৩৯১।

[৩৭] আবূ দাউদ হা/৭৫৩, সনদ ছ্বহীহ। ইবনু খুযায়মাহ একে ছ্বহীহ বলেছেন, ছ্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৪৫৯; ইবনু হিব্বান, আল-ইহসান হা/৭৭৪; হাকেম ১/২৩৪; যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন।

[৩৮] আহমাদ হা/২২৩১৩, ৫/২২৬, সনদ হাসান। তার থেকে ইবনুল জাওযী বর্ণনা করেছেন, আত-তাহকীক, হা/৪৭৭, ১/২৮৩, অন্য সংস্করণ হা/৪৩৪, ১/৩৩৮।

[৩৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৪০; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক হা/৩৭৭, ১/১৫৯।

[৪০] আল-কামূসুল ওয়াহীদ পৃ. ৫৬৮।

[৪১] আবূ দাউদ হা/৭২৭, সনদ ছ্বহীহ; নাসাঈ হা/৮৯০; ইবনু খুযায়মাহ ছ্বহীহ বলেছেন, ছ্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৪৮০; ইবনু হিব্বান ছ্বহীহ বলেছেন, ছ্বহীহ ইবনু হিব্বান হা/১৮৫৭। জ্ঞাতব্য : পুরুষের নাভীর নীচে এবং নারীর বুকের উপর হাত বাধার বিশেষ বিধান কোনো ছ্বহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নেই।

সায়েদ : কনুই হতে কব্জি পর্যন্ত অংশকে বলা হয়।[৪২]
যদি হাত পুরো 'যিরা' ব্যাপী রাখা হয় তাহলে স্বতন্ত্রভাবেই নাভীর ঊর্ধ্বে ও বুকের উপর এসে যায়।

(৫) রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর (তাহরীমা) এবং কিরাতের মধ্যখানে নিম্নোক্ত দু'আ [দু'আ ইস্তিফতাহ-সানা] পাঠ করতেন (পাঠ করা সুন্নাত)]

اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ ، كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ– اَللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

[আল্ল-হুম্মা বা-ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খতোয়া-ইয়া-ইয়া, কামা- বা'আত্তা বাইনাল মাশরিক্বী ওয়াল মাগরিব, আল্ল-হুম্মা নাক্বক্বিনী- মিনাল খতোয়া-ইয়া কামা- ইউ নাক্কাছ ছাওবুল আব ইয়াদু মিনাদ্দানাস, আল্ল-হুম্মাগ্ছিল খতোয়া-ইয়া-ইয়া বিল মা-য়ি, ওয়াছ্ছালজি, ওয়াল বারাদ।]
হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার পাপগুলি থেকে এত দূরে রাখ যেমন- পূর্ব ও পশ্চিমকে পরস্পরকে পরস্পর থেকে দূরে রেখেছ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার পাপ হতে এমনভাবে পরিষ্কার করে দাও। যেমন, সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে আমার পাপ হতে (পবিত্র করার জন্য) পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও।[৪৩]
নীচের দু'আটিও ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত আছে-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

[সুবহানাকা আল্ল-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, ওয়া তাবারাকাস্মুকা, ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।]
হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তুমি প্রশংসাময়, তোমার নাম বরকতময়, তোমার মর্যাদা অতি উচ্চে, আর তুমি ব্যতীত সত্যিকার কোনো মা'বূদ নেই।[৪৪]

---

[৪২] আল-কামূসুল ওয়াহীদ পৃ. ৭৬৯।

[৪৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৪৪; ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৭/৫৯৮।

[৪৪] আবূ দাঊদ হা/৭৭৫, সনদ হাসান; নাসাঈ হা/৯০০, ৯০১; ইবনু মাজাহ

প্রমাণিত দু'আ গুলির মধ্য হতে যে কোনো একটি দু'আ পাঠ করলেই উত্তম হবে।

(৬) এরপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দু'আটি [তা'আওউয] পড়তেন-

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

আ'ঊযুবিল্লা-হিস্ সামী'ইল আলীমি মিনাশ শাই তোয়া নির রজীম, মিন হামযিহী ওয়া নাফখিহী ওয়া নাফছিহ।

আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী আল্লাহর নিকট পাগলামী, অহঙ্কারী, কু-কাব্যের প্ররোচনাকারী শয়ত্বান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।[৪৫]

হা/৮০৪; তিরমিযী হা/২৪২, এ হাদীছের উপর যে সমালোচনা করা হয়েছে সেগুলি ধর্তব্য নয়। হাকেম একে ছ্বহীহ বলেছেন, ১/২৩৫। হাফেয যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন।

[৪৫] আবূ দাঊদ হা/৭৭৫, সনদ হাসান। তিরমিযী হা/২৪২, ছ্বহীহ ইবনে খুযাইমা হা/৪৬৭, শারহু মা'আনিল আসার ১১৭১।

ক্বিরাতের শুরুতে নিম্নে বর্ণিত যে কোনো একটি দিয়ে আঊযুবিল্লাহ বলা শরীয়াত সম্মত। যা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। ইরওয়াউল গালীল ৩৪২।

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

[আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতোয়া-নির রজীম] আমি বিতাড়িত শয়ত্বান থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাচ্ছি। মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হা/২৫৮৯।

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী আল্লাহর নিকট শয়ত্বান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হাসান। সুনানে দারিমী হা/৩৪৬৮।

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী আল্লাহর নিকট পাগলামী, অহঙ্কারী, কু-কাব্যের প্ররোচনাকারী শয়ত্বান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

ইবনে কুদামা 'আল মুগনী' গ্রন্থে (২/১৪৬) বলেন, এগুলোর প্রত্যেকটি বলাই বৈধ। যে কোনোটি বললেই উত্তম হবে। আঊযুবিল্লাহ নীরবে বলতে হয়। অধিকাংশ আলিম বলেন- শুধু প্রথম রাক'আতে আঊযুবিল্লাহ বলাই যথেষ্ট। ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ হতে প্রকাশক কর্তৃক সংযুক্ত।

(৭) অতঃপর তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) [তাসমিয়াহ] পড়তেন।[৪৬]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।]

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম জোরে পড়াও ছ্বহীহ। আবার আস্তে পড়াও ছ্বহীহ। দলীলের আধিক্যের কারণে সাধারণভাবে আস্তে পাঠ করাই উত্তম।[৪৭] এ বিষয়ে কঠোরতা করা ভালো নয়।

(৮) অতঃপর তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা ফাতেহা পাঠ করতেন।[৪৮]

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٣) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٤) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٥) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (٦) غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (٧)

তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা ফাতেহা থেমে থেমে পড়তেন এবং প্রতিটি আয়াতের উপর ওয়াক্ফ (থামতেন) করতেন।[৪৯] তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু

---

[৪৬] নাসাঈ হা/৯০৬, সনদ ছ্বহীহ। ইবনু খুযায়মাহ একে ছ্বহীহ বলেছেন, ছ্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ হাদীছ নং ৪৯৯; ইবনু হিব্বান, আল-ইহসান, হা/৭৯৪; হাকেম একে শাইখাইনের শর্তে ছ্বহীহ বলেছেন ১/২৩২। যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন। জ্ঞাতব্য : এই বর্ণনার রাবী সাঈদ ইবনে আবী হিলাল এই হাদীছটি ইখতিলাতের পূর্বে বর্ণনা করেছেন। খালেদ ইবনে ইয়াযীদের সাঈদ ইবনে আবী হিলাল হতে বর্ণনা ছ্বহীহ বুখারী (হা/১৩৬) ও ছ্বহীহ মুসলিম (হা ৪২/১৯৭৭)-এর মধ্যে বিদ্যমান।

[৪৭] 'জোরে'-এর বৈধতার জন্য দেখুন নাসাঈ (হা/৯০৬)। এর সনদ ছ্বহীহ। 'আস্তে'-এর বৈধতার জন্য দেখুন ছ্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ (হা/৪৯৫) এর সনদ হাসান। ছ্বহীহ ইবনু হিব্বান, আল-ইহসান, হা/১৭৯৬, সনদ ছ্বহীহ।

[৪৮] নাসাঈ হা/৯০৬, সনদ ছ্বহীহ।

[৪৯] আবূ দাঊদ হা/৪০০১; তিরমিযী হা/২৯২৭, তিনি একে গরীব বলেছেন। হাকেম শাইখাইনের শর্তে একে ছ্বহীহ বলেছেন ২/২৩২। যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন। এর সনদ যঈফ। তবে এর শক্তিশালী শাহেদ রয়েছে মুসনাদে আহমাদে, হা/২৭০০৩, ৬/২৮৮, সনদ হাসান। হাদীছটি এই শাহেদের দ্বারা হাসান হয়েছে।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ

'যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়ে না তার ছ্বলাত হয় না'।[৫০] তিনি আরো বলেছেন,

كُلُّ صَلاَةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ

'প্রত্যেক ঐ ছ্বলাতে যেখানে সূরা ফাতেহা পাঠ করা হয় না তা ত্রুটিপূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ'।[৫১]

(৯) এরপর নাবী (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমীন বলতেন।[৫২]

সাইয়েদুনা ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ছ্বলাত পড়লেন। তিনি তার ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখলেন। অতঃপর যখন তিনি ওয়ালায-যল্লীন (জোরে) বললেন, তখন আমীন (জোরে) বললেন।[৫৩]

এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, জেহরী (প্রকাশ্য ক্বিরা'আতে) ছ্বলাতে (ইমাম ও মুক্তাদীকে) জোরে আমীন বলা উচিত। সাইয়েদুনা ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে,

وخفض بها صوته

'আর তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমীন আস্তে বললেন'।[৫৪]

এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, ছ্বলাতে আমীন আস্তে বলতে হয়। সির্রী

---

[৫০] বুখারী হা/৮৫৬।

[৫১] ইবনু মাজাহ হাদীছ নং ৮৪১, সনদ হাসান। ফরয হোক বা নফল হোক, স্বরবে হোক অথবা নিরবে হোক প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ছ্বলাতের একটি রুকন।

[৫২] নাসাঈ, হাদীছ নং ৯০৬, সনদ ছ্বহীহ। দেখুন ৩৮ নং টীকা।

[৫৩] ইবনু হিব্বান, আল-ইহসান, হাদীছ নং ১৮০২, সনদ ছ্বহীহ। একটি বর্ণনায় এসেছে যে, فجهر بامين 'এরপর তিনি জোরে আমীন বললেন' (আবূ দাঊদ হাদীছ নং ৯৩৩, সনদ হাসান)।

[৫৪] মুসনাদে আহমাদ হাদীছ নং ১৯০৪৮, ৪/৩১৬। এর রাবীগণ বিশ্বস্ত। তবে এটি ত্রুটিপূর্ণ। ইমাম বুখারী ও অন্য আলেমগণ সমালোচনা করেছেন।

(নীরব কিরা'আতে) ছ্বলাতে আমীন আস্তে বলার উপর মুসলিমদের ইজমা রয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

(১০) এরপর তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (আরেকটি) সূরার প্রথমে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম বলতেন।[৫৫]

(১১) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'অতঃপর সূরা ফাতেহা পাঠ কর এবং আল্লাহ যা চান তা পড়ো'।[৫৬]

নাবী করীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতেহা এবং আরেকটি সূরা পাঠ করতেন।[৫৭] আর শেষ দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করতেন।[৫৮]

তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিরাতের পর রুকূর পূর্বে সাকতা (চুপ থাকা) করতেন।[৫৯]

(১২) অতঃপর তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকূর জন্য তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলতেন।[৬০]

(১৩) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় দু'টি হাত কাঁধ বরাবর তুলতেন।[৬১]

তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (রুকূর আগে ও পরে) রফউল ইয়াদাইন করতেন এবং (এরপর) তাকবীর বলতেন।[৬২]

---

[৫৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/ ৫৩/৪০০।

[৫৬] আবূ দাউদ হা/৮৫৯, সনদ হাসান।

[৫৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৬২; মুসলিম হা/ ৪৫১।

[৫৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৭৬; মুসলিম হা/ ১৫৫/৪৫১।

[৫৯] আবূ দাউদ হা/৭৭৭, ৭৭৮; ইবনু মাজাহ হা/৮৪৫, হাদীছটি ছ্বহীহ।

[৬০] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৮৯; মুসলিম হা/২৮/৩৯২।

[৬১] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৮; মুসলিম হা/২২/৩৯০।

[৬২] ছ্বহীহ মুসলিম হা/ ২২/৩৯০।

যদি প্রথমে তাকবীর ও পরে রফউল ইয়াদাইন করা হয় তাহলে এটাও জায়েয। আবূ হুমাঈদ আস-সায়িদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, 'তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাকবীর বলতেন তখন রফউল ইয়াদাইন করতেন'।[৬৩]

(১৪) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন রুকূ করতেন তখন স্বীয় হাত দ্বারা নিজের হাটু শক্ত করে ধরতেন। অতঃপর স্বীয় কোমর ঝুকাতেন (এবং সমান্তরাল করতেন)।[৬৪] তার (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাথা পিঠ হতে উঁচুও হতো না, নীচুও হতো না।[৬৫]

তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় দু'টি হাতের কব্জি হাটুর উপর রাখতেন। অতঃপর সমান্তরাল হয়ে রুকূ করতেন। তিনি তার মাথাকে বেশী নতও করতেন না আবার বেশী উঁচুও করতেন না।[৬৬] অর্থাৎ তার (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাথা তার পিঠ বরাবর হত।

(১৫) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকূ করার সময় স্বীয় উভয় হাতকে হাটুর উপর রাখতেন এমনভাবে যেন, তিনি সেটি ধরে আছেন। আর উভয় হাতকে পার্শ্ব হতে দুরে রাখতেন।[৬৭]

(১৬) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকূতে

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

[সুবহা-না রব্বিয়াল আযীম] বলতেন।[৬৮]
আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

রাসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'আটি রুকূর মধ্যে পাঠ করার

---

[৬৩] আবূ দাঊদ হা/৭৩০, সনদ ছ্বহীহ।

[৬৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮২৮।

[৬৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪০/৪৯৮।

[৬৬] আবূ দাঊদ হা/৭৩০, সনদ ছ্বহীহ।

[৬৭] আবূ দাঊদ হা/৭৩৪, সনদ হাসান। তিরমিযী এই হাদীছকে হাসান ছ্বহীহ বলেছেন (হাদীছ নং ২৬০)। ইবনু খুযায়মাহ হা/৬৮৯ এবং ইবনু হিব্বান (আল-ইহসান, হা/ ১৮৬৮) একে ছ্বহীহ বলেছেন।

[৬৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৭২।

জন্য হুকুম প্রদান করতেন।[৬৯] দু'আটি তিন বা তার অধিক পড়া ভাল। অথবা তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে রুকূতে এ দু'আটিও পড়তেন যা প্রমাণিত আছে-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

[সুবহা-নাকা আল্ল-হুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্ল-হুম্মাগ্‌ফিরলি]

হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসা সহকারে। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো।[৭০] তিনি এটা অত্যধিক পাঠ করতেন।

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

(আল্লাহ) স্বীয় সত্তায় পবিত্র এবং গুণাবলীতেও পবিত্র। যিনি ফেরেশতাকুল এবং জিবরীল (আ.) এর প্রতিপালক।[৭১]

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসা সহকারে। তুমি ছাড়া সত্য কোনো মাবূদ নেই।[৭২]

اللهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَمُخِّي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي

হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকু করছি, একমাত্র তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি। একমাত্র তোমারই কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। আমার কর্ণ, চোখ,

---

[৬৯] আবূ দাঊদ হাদীছ নং ৮৬৯, সনদ ছ্বহীহ; ইবনু মাজাহ হা/৮৮৭। ইবনু খু-যায়মাহ হা/৬০১, ৬৭০ এবং ইবনু হিব্বান (আল-ইহসান, হা/১৮৯৫) ও হাকেম (আল-মুসতাদরাক ১/২২৫, ২/৪৭৭) একে ছ্বহীহ বলেছেন। হাকেমের কথার সাথে যাহাবীর মতের মতানৈক্য রয়েছে।

[৭০] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৯৪, ৮১৭; ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৮৪।

[৭১] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৮৭।

[৭২] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৮৫।

মস্তিষ্ক, হাড়, স্নায়ু তোমার ভয়ে শ্রদ্ধায় বিনয়াবনত।[৭৩]
এ দু'আগুলির মধ্য হতে যে কোনো একটি দু'আ পাঠ করা যায়। এ দু'আগুলিকে একই রুকূ বা সিজদায় একত্রে জমা করে একসাথে পাঠ করা কোনো ছ্বহীহ দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে তাশাহুদে

ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو

অতঃপর ছ্বলাত আদায়কারী যে দু'আ পছন্দ করে তা বেছে নিয়ে পড়তে পারে। অত্র আম দলীলের[৭৪] আলোকে অত্র দু'আগুলিকে জমা করাও জায়েয। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

(১৭) এক ব্যক্তি ছ্বলাত ছ্বহীহভাবে পড়তো না। তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ছ্বলাতের তরীকা শিখিয়ে দেয়ার জন্য বললেন, যখন তুমি ছ্বলাতের জন্য দাড়াবে তখন সম্পূর্ণরূপে উযূ করবে। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবে। অতঃপর কুর'আন হতে যা সহজ হয় (সূরা ফাতেহা) তা পাঠ করবে। এরপর ধীরস্থীরভাবে রুকূ করবে। তারপর উঠে ধীরস্থীরতার সাথে সমান্তরালভাবে দাঁড়াবে। এরপর আবার ধীরে ধীরে সিজদা করবে। এরপর ধীরস্থীরতার সাথে উঠে বসবে। অতঃপর ধীরস্থীরতার সাথে দ্বিতীয় সিজদা করবে। আবার (দ্বিতীয় সিজদা হতে) শান্তভাবে উঠে বসবে। এভাবে পুরো ছ্বলাত সমাপ্ত করবে।[৭৫]

(১৮) যখন তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখন রফউল ইয়াদাইন করতেন এবং

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা, রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ' বলতেন।[৭৬] [যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে তিনি তার কথা শুনেন] [হে আমাদের প্রতিপালক সব প্রশংসা তোমার]

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

---

[৭৩] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৭১।

[৭৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৩৫; মুসলিম হা/৪০২।

[৭৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬২৫১।

[৭৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৫।

রব্বানা লাকাল হামদ [হে আমাদের প্রতিপালক সব প্রশংসা তোমার] বলাও ছ্বহীহ ও প্রমাণিত।[৭৭] রুকূর পর নিম্নোক্ত দু'আও পাঠ করাও প্রমাণিত আছে-

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ

[হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ সব প্রশংসা তোমার][৭৮]

اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

হে আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক সকল প্রশংসা তোমারই জন্য যা আসমান ও জমিন পরিপূর্ণ এবং পরিপূর্ণতা ছাড়াও যতটুকু তুমি চাও।[৭৯]

أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

হে আল্লাহ তুমি প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী। তুমি যাকে দান করো তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই এবং তুমি যাকে দেয়া বন্ধ করো তাকে দান করার শক্তি কারো নেই। চেষ্টা সাধনা কারীর প্রচেষ্টা তোমার সামনে কোনো কাজে আসে না।[৮০]

رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্য অগণিত প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়।[৮১]

(১৯) রুকূর পর কিয়ামের (দাঁড়ানো অবস্থায়) মধ্যে হাত বাধা উচিত নাকি উচিত নয় তা নিয়ে স্পষ্টভাবে কিছুই প্রমাণিত নেই। সুতরাং উভয়টির উপর

---

[৭৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৮৯।

[৭৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৯৬।

[৭৯] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৭৬।

[৮০] ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৬/৪৭৮।

[৮১] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৯৯।

আমল করা জায়েয। কিন্তু কিয়ামের মধ্যে হাত না বাঁধাই উত্তম।[৮২]

(২০) অতঃপর তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকবীর বলে সিজদার জন্য নত হতেন।[৮৩]

(২১) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

যখন তোমাদের মধ্য হতে কেউ সিজদা করবে তখন উটের ন্যায় বসবে না। (বরং) স্বীয় দু'টি হাত হাটুর পূর্বে (জমীনে) রাখবে। মুহাম্মাদ (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমনটাই আমল করতেন।[৮৪]

(২২) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিজদায় নাক এবং কপাল, যমীনে দৃড়তার সাথে রাখতেন। স্বীয় কাধকে নিজের বগল হতে দূরে রাখতেন। আর দু'টি কব্জিকে কাধ বরাবর রাখতেন।[৮৫]

সাইয়েদুনা ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সিজদা করতেন তখন স্বীয় দু'টি কব্জি কান বরাবর রাখতেন।[৮৬]

(২৩) সিজদায় তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় দু'টি বাহুকে স্বীয় বগল হতে দুরে রাখতেন।[৮৭]

---

[৮২] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, রুকূর পর হাত বাধতে হবে নাকি ছেড়ে দেয়া উত্তম? তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'আমি আশাবাদী যে, এতে কোনো সংকির্ণতা নেই' (মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, সালেহ ইবনে আহমাদের বর্ণনা, মাসয়ালা নং ৬১৫)।

[৮৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮০৩; ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮/৩৯২।

[৮৪] আবূ দাউদ হা/৮৪০, সনদ ছ্বহীহ মুসলিমের শর্তে; নাসাঈ হাদীছ নং ১০৯২, সনদ হাসান।

[৮৫] আবূ দাউদ হা/৭৩৪, সনদ হাসান।

[৮৬] আবূ দাউদ হা/৭২৬, সনদ ছ্বহীহ; নাসাঈ হাদীছ নং ৮৯০। একে ইবনু খুয-য়ায়মাহ (ছ্বহীহ ইবনু খুযায়মাহ হাদীছ নং ৬৪১), ইবনু হিব্বান (আল-ইহসান, হাদীছ নং ১৮৫৭) ছ্বহীহ বলেছেন।

[৮৭] আবূ দাউদ হা/৭৩০, সনদ ছ্বহীহ।

তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিজদায় স্বীয় হাতকে জমীনের উপর রাখতেন, তিনি তা জমীনে বিছিয়ে রাখতেন না, আবার একেবারে লাগিয়েও রাখতেন না। নিজের পাদ্বয়ের আঙ্গুল সমূহকে কিবলামুখী রাখতেন।[৮৮]
তার হাত পার্শ্ব হতে দূরে রাখতেন, এমনকি বগলের শুভ্রতা নজরে আসতো।[৮৯]
তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন যে, সিজদায় (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের) সামঞ্জস্য রক্ষা করো। কুকুরের ন্যায় বাহু বিছিয়ে দিবে না।[৯০]

তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন, 'আমাকে সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করার হুকুম দেয়া হয়েছে। কপাল, নাক, দু হাত, উভয় হাত, উভয় হাঁটু ও দু পায়ের অগ্রভাগ।[৯১]

তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন যে, যখন বান্দা সিজদা করে তখন সাতটি অঙ্গ তার সাথে সিজদা করে। মুখমণ্ডল, দু'হাতের কব্জি, দু'হাটু ও দু'পা।[৯২]

প্রতীয়মান হল যে, সিজদায় নাক, কপাল, দু'কব্জি, দু'হাটু ও দু'পা জমীনের উপর লাগানো জরুরী (ফরয)। একটি বর্ণনায় এসেছে যে,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ عَلِي الْأَرْضِ

'যে ব্যক্তি তার নাক জমীনে লাগায় না তার ছ্বলাত হয় না'।[৯৩]

(২৪) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন সিজদা করতেন তখন যদি বকরীর বাচ্চা তার বাহুর মধ্য দিয়ে যেতে চাইতো তাহলে যেতে পারতো।[৯৪]

(২৫) সিজদায় বান্দা স্বীয় রবের খুবই নিকটবর্তী হয়। সুতরাং সিজদায় খুব

---

[৮৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮২৮।

[৮৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৯০; মুসলিম হা/৪৯৫।

[৯০] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮২২; মুসলিম হা/ ৪৯৩। নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে একই নিয়ম।

[৯১] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮১২; ছ্বহীহ মুসলিম হ/৪৯০।

[৯২] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৯১।

[৯৩] দারাকুতনী হা/১৩০৩, ১/৩৪৮, মারফূ হিসেবে এর সনদটি হাসান।

[৯৪] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৯৬।

বেশী দু'আ করা উচিত।[৯৫] সিজদায় নিম্নের দু'আগুলি পড়া প্রমাণিত।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

[সুবহা-না রব্বিয়াল 'আলা] [আমি সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি][৯৬]

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

[সুবহানাকা আল্ল-হুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্ল-হুম্মাগ্‌ফিরলি]

হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসা সহকারে। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো।[৯৭]

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

(আল্লাহ) স্বীয় সত্তায় পবিত্র এবং গুণাবলীতেও পবিত্র। যিনি ফেরেশতাকুল এবং জিবরীল আ. এর প্রতিপালক।[৯৮]

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

আমাদের প্রতিপালক, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসা সহকারে। তুমি ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই।[৯৯]

اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

হে আল্লাহ! তুমি আমার ছোট, বড়, পূর্বের, পরের এবং প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সমস্ত গুণাহ মাফ করে দাও।[১০০]

اللهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ،

---

[৯৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৮২।

[৯৬] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৭২।

[৯৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৯৪, ৮১৭; ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৮৪।

[৯৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৮৭, আবূ দাউদ হা/৮৭২, নাসাঈ হা/১০৪৮, ছ্বহীহ ইবনে খুযাইমা হা/৬০৬, ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৮৯৯।

[৯৯] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৮৫।

[১০০] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৮৩।

وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য সিজদা করছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমার জন্য নিজেকে সপে দিয়েছি। আমার মুখমণ্ডল সিজদায় অবনত হয়েছে সেই সত্তার জন্য, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, আকৃতি দান করেছেন এবং তার জন্য কান ও চোখ খুলে দিয়েছেন। মঙ্গলময় আল্লাহ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা।[১০১]

(২৬) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিজদায় যাওয়ার সময় রফউল ইয়াদাইন করতেন না।[১০২]

(২৭) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিজদার অবস্থায় স্বীয় দু'টি পায়ের গোঁড়ালি মিলিয়ে দিতেন এবং সেগুলি কিবলামুখী থাকতো।[১০৩] সিজদায় তিনি তার পাদ্বয় খাড়া রাখতেন।[১০৪]

(২৮) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকবীর বলে (আল্লাহু আকবার) সিজদা হতে উঠতেন।[১০৫] তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহু আকবার বলে সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করতেন এবং স্বীয় বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন।[১০৬]

তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিজদা হতে মাথা উঠানোর সময় রফউল ইয়াদাইন করতেন না।[১০৭] সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, 'ছ্বলাতে সুন্নাত এই যে, ডান পা-কে খাঁড়া করে বাম পা-কে বিছিয়ে দিতে হবে।[১০৮]

(২৯) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিজদা হতে উঠে কিছুক্ষণ

---

[১০১] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৭১।

[১০২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৮

[১০৩] সনদ ছ্বহীহ: আল বায়হাকী ২/১১৬, ইবনে খুজাইমা হা/৬৫৪, ইবনে হিব্বান হা/১৯৩০, আল হাকীম ১/২২৮-২২৯।

[১০৪] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৮৬, শারহু নব্বী।

[১০৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৮৯, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৩৯২

[১০৬] সনদ ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৭৩০

[১০৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৮; ছ্বহীহ মুসলিম ২২/৩৯০।

[১০৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮২৭

বসতেন।[১০৯] এমনকি কিছু মানুষ বলে ফেলতেন যে, তিনি ভুলে গিয়েছেন।[১১০]

(৩০) তিনি জালসায় [দু'সিজদার মাঝে] নিম্নোক্ত দু'আ পড়তেন-

رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي

[রব্বিগ্ ফিরলী, রব্বিগ্ ফিরলী]

হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন।[১১১]

(৩১) অতঃপর তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলে (দ্বিতীয়) সিজদা দিতেন।[১১২]

রসূল (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিজদায় যাওয়ার প্রাক্কালে রফউল ইয়াদাইন করতেন না।[১১৩] রসূল (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'সিজদার মাঝে রফউল ইয়াদাইন করতেন না।[১১৪] সিজদায় তিনি

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

'সুবহানা রব্বিয়াল 'আলা' পড়তেন।[১১৫] সিজদায় আরো দু'আ আছে যা ২৫

---

[১০৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮১৮

[১১০] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮২১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৭২

[১১১] ছ্বহীহ, আবূ দাউদ হা/৮৭৪, ইবনে মাজাহ হা/৮৯৭, নাসায়ী হা/১১৪৫, দেখুন আল ইরওয়া হা/৩৩৫। নিম্নোক্ত দু'আটিকে হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ যঈফ বলেছেন:

اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

[আল্ল-হুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়া আ'ফিনী ওয়ারযুকনী] হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহম করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমাকে রুযী দান করুন। ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৯৭, আবূ দাউদ হা/৮৫০, তিরমিযী হা/২৮৪, ছ্বহীহ ইবনে খুযাইমা হা/৭৪৪, মেশকাতুল মাসাবিহ হা/৯০০, আল্লামা আলবানী এটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ হতে প্রকাশক কর্তৃক সংযুক্ত।

[১১২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৮৯; ছ্বহীহ মুসলিম ২৮/৩৯২।

[১১৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৮

[১১৪] ছ্বহীহ মুসলিম ২১/৩৯০

[১১৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৭২,

নম্বরে উল্লেখ আছে।

(৩২) অতঃপর রসূল (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলে দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন।[১১৬] সিজদা হতে উঠার সময় তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রফউল ইয়াদাইন করতেন না।[১১৭]

(৩৩) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন বেজোড় রাক'আত তথা প্রথম কিংবা তৃতীয় রাক'আতে দ্বিতীয় সিজদা হতে উঠতেন তখন সামান্য সময় বসে তারপর দাঁড়াতেন।[১১৮] দ্বিতীয় সিজদা হতে তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মাথা উঠাতেন তখন বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন। এভাবে প্রতিটি হাড় স্ব স্ব স্থানে পৌঁছে যেত।[১১৯]

(৩৪) এক রাক'আত পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল। এখন যদি আপনি এক রাক'আত বিতর পড়েন তাহলে তাশাহুদ, দরূদ এবং দু'আ (সামনে যেগুলির উল্লেখ আসছে) পড়ে সালাম ফেরাবেন।[১২০]

(৩৫) অতঃপর তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জমীনের উপর ভর দিয়ে দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াতেন।[১২১]

(৩৬) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াতেন তখন সূরা ফাতিহা হতে কিরাত শুরু করার সময় সাকতা (চুপ

---

[১১৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৮৯; ছ্বহীহ মুসলিম ২৮/৩৯২।

[১১৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৮; ছ্বহীহ মুসলিম ২২/৩৯০।

[১১৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭২৩, তিনি তার ছাহাবীদেরকে দুসিজদার পর বসতে বলতেন। বুখারী ৬২৫১, এর বিপরীত কিছু প্রমাণিত নয়।

[১১৯] সনদ ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৭৩০

[১২০] তাশাহুদ ৪১ নং, দরুদ ৪২ নং, দু'আ ৪৯-৫০ নং, সালাম ৫০-৫১ নং দেখুন। এক রাক'আতে সালাম ফিরালে তাওয়াররুক করা না করা উভয়ই জায়েয। তবে তাওয়াররুক উত্তম। সনদ ছ্বহীহ: আবূ দাউদ ৬৩০। তাওয়াররুক হল: ডান পায়ের পাতা খাড়া রেখে (ডান পায়ের তলা দিয়ে) বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে দিয়ে বাম নিতম্ব মাটিতে রেখে বসা।

[১২১] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮২৪, ছ্বহীহ ইবনে খুযাইমাহ হা/৬৮৭, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা হা ৩৯৯৬, সনদ ছ্বহীহ।

থাকা) করতেন না।[১২২] সূরা ফাতেহার পূর্বে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পড়ার আলোচনা গত হয়েছে।[১২৩]

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

সুতরাং যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন তুমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চাও। সূরা আন নাহল ৯৮ আয়াতটির আলোকে বিসমিল্লাহ এর পূর্বে আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম বলাও জায়েয। বরং উত্তম। প্রথম রাক'আতে যে আলোচনা গত হয়েছে[১২৪] তাতে উল্লেখিত হাদীছ 'অতঃপর পুরো ছ্বলাতে অনুরূপ করবে'[১২৫]-এর আলোকে দ্বিতীয় রাক'আতও এভাবে পড়তে হবে।

(৩৭) দ্বিতীয় রাক'আতে সিজদার পর (তাশাহুদের জন্য) বসে যাওয়ার পর তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় ডান হাত ডান উরুর উপর এবং বাম হাত বাম উরুর হাঁটুর উপর রাখতেন।[১২৬] তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা ৫৩ সংখ্যার ন্যায় বৃত্তাকার বানাতেন এবং শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।[১২৭] অর্থাৎ ইশারা করার সময়ে দু'আ করতেন। এটাও প্রমাণিত আছে যে, তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় উভয় হাত উরুর উপর রাখতেন এবং বৃদ্ধ আঙ্গুলকে মধ্যমা আঙ্গুলের সাথে মিলাতেন (বৃত্ত বানাতেন) এবং শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।[১২৮] সুতরাং উভয়ের উপর আমল করা জায়েয।

(৩৮) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় বাম কনুইকে বাম রানের

---

[১২২] সনদ ছ্বহীহ: মুসলিম হা/৫৯৯, ইবনে খুজাইমা হা/১৬০৩, ইবনে হিব্বান হা/১৯৩৩

[১২৩] ৭ নং দেখুন।

[১২৪] ১নং হতে ৩৩ নং

[১২৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬২৫১, আরো দেখুন ১৭ নং

[১২৬] ছ্বহীহ মুসলিম ১১১/৫৭৯

[১২৭] ছ্বহীহ মুসলিম ১১৫/৫৮০

[১২৮] ছ্বহীহ মুসলিম ১১৩/৫৭৯

উপর রাখতেন।[১২৯] তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের উভয় যিরা- কে উরুদ্বয়ের উপর রাখতেন।[১৩০]

(৩৯) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তাশাহুদের জন্য বসতেন তখন শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।[১৩১] তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আঙ্গুল উঠিয়ে রাখতেন এবং সাথে সাথে দু'আ করতেন।[১৩২] তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শাহাদাত আঙ্গুলকে কিছুটা নত রাখতেন।[১৩৩] তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বীয় শাহাদত আঙ্গুল নাড়াতে থাকতেন।[১৩৪]

(৪০) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের শাহাদত আঙ্গুলকে কিবলামুখী রাখতেন। এ সময় তিনি আঙ্গুলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন।[১৩৫] তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'রাক'আতের পর (প্রথম) তাশাহুদ, চার রাক'আতের পর (শেষ) তাশাহুদ-উভয় তাশাহুদের মধ্যেই শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।[১৩৬]

(৪১) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাশাহুদের মধ্যে নিম্নোক্ত দু'আ শিখাতেন-

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،

---

[১২৯] সনদ ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৭২৬, ৯৫৭, নাসাঈ হা/১২৬৬, ইবনে খুযাইমা হা/৭১৩, ইবনে হিব্বান হা/১৮৫৭

[১৩০] যিরা : কনুই হতে মধ্যমা আঙ্গুলের ডগা পর্যন্তকে যিরা বলে। নাসাঈ ১২৬৫।

[১৩১] ছ্বহীহ মুসলিম ১১১/৫৮০

[১৩২] সনদ ছ্বহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৯১২, ইবনে হিব্বান হা/১৯৪২

[১৩৩] সনদ হাসান: আবূ দাউদ হা/৯৯১, ইবনে খুযাইমা হা/৭১৬, ইবনে হিব্বান হা/১৯৪৩

[১৩৪] সনদ ছ্বহীহ: নাসাঈ হা/১২৬৯, ইবনে খুযাইমা হা/৭১৪, ইবনে হিব্বান হা/১৮৫৭

[১৩৫] সনদ ছ্বহীহ: নাসাঈ হা/১১৬১, ইবনে খুযাইমা হা/৭১৯, ইবনে হিব্বান হা/১৯৪৩

[১৩৬] সনদ হাসান: নাসাঈ ১১৬২, তাশাহুদে লা-ইলাহা বলার সময় আঙুল উঠানো এবং ইল্লাল্লাহ বলার সময় আঙ্গুল নামানো প্রমাণিত নয়।

السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

[আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্সালাওয়া-তু ওয়াত্ তাইয়্যিবা-তু আস্সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ ছালিহীন। আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু]

যাবতীয় মান-মর্যাদা, প্রশংসা ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নাবী, আপনার উপর [১৩৭]শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর শান্তি নেমে আসুক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রসূল।[১৩৮]

(৪২) অতঃপর নাবী (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দরূদ পাঠের হুকুম প্রদান করতেন-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

[আল্ল-হুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্‌রা-হীমা ওয়া আলা আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্ল-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিউঁ ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বা-রাকতা আলা ইব্‌রা-হীমা ওয়া আলা আলি-ইব্‌রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ]

হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের

---

[১৩৭] আলাইকা-আপনার উপর বলতে নাবী (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থিত তা বুঝায় না। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আল্লাহর রসূলের মৃত্যুর পর আমরা আসসালামু অর্থ আলা আন নাবী (নাবীর উপর) বুঝতাম। ছাহাবারা আলাইকার পরিবর্তে আলা বলতেন, যা রসূলের উপস্থিতি বুঝায় না। বুখারী হা/৬২৬৫

[১৩৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬২৬৫, মুসলিম হা/৪০২।

উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।[১৩৯]

(৪৩) দু'রাক'আত পূর্ণ হয়ে গেল। এক্ষণে যদি দু'রাক'আত বিশিষ্ট ছ্বলাত (যেমন ফজরের ছ্বলাত) হয় তাহলে দু'আ (দু'আ মাছূরা) পাঠ করে উভয় দিকে সালাম ফেরাবে। আর যদি তিন রাক'আত বা চার রাক'আত বিশিষ্ট হয় তাহলে তাকবীর বলে দাঁড়িয়ে যাবে।[১৪০]

(৪৪) অতঃপর যখন তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'রাক'আত পড়ে দাঁড়াতেন তখন উঠার সময়ে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলতেন।[১৪১] এ সময় তিনি রফউল ইয়াদাইন করতেন।[১৪২]

(৪৫) তৃতীয় রাক'আতও দ্বিতীয় রাক'আতের অনুরূপ পড়তে হবে। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে। এর সাথে অন্য কোনো সূরা পড়া উচিত নয়। যেমনটা সাইয়েদুনা আবূ কাতাদা (রা)-এর বর্ণনা কৃত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে।[১৪৩]

(৪৬) যদি তিন রাক'আত সম্বলিত ছ্বলাত (যেমন মাগরিবের ছ্বলাত) হয় তাহলে তৃতীয় রাক'আত পূর্ণ করার পর (আত্তাহিয়্যাহ, দরুদ ও দু'আ মাছূরা

---

[১৩৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৩৭০।

[১৪০] প্রথম তাশাহুদে দরুদ পাঠ করা উত্তম। সনদ ছ্বহীহ: নাসাঈ হা/১৭২১, সুনান আল কুবরা হা ৫০০। কেউ যদি প্রথম তাশাহুদে দরুদ না পড়লে সমস্যা নেই। সনদ হাসান: মুসনাদে আহমাদ ৪৩৮২। দ্বিতীয় রাক'আতে সালাম ফিরালে ইফতিরাশ বা তাওয়াররুক দুটোই করা জায়েয। তবে তাওয়াররুক করা উত্তম। ইফতিরাশ হল: ডান পায়ের অগ্রভাগ খাড়া করে 'বাম পা' এর উপরে বসা। আর তাওয়াররুক হল: ডান পায়ের পাতা খাড়া রেখে (ডান পায়ের তলা দিয়ে) বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে দিয়ে বাম নিতম্ব মাটিতে রেখে বসা।

[১৪১] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৮৯, ৮০৩, মুসলিম হা/৩৯২

[১৪২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৯, আবূ দাউদ হা/৭৩০

[১৪৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৭৬, মুসলিম ১৫৫/৪৫১, নাসাঈ হা/৯৭৭

পড়ে) সালাম ফেরাতে হবে।[১৪৪] তৃতীয় রাক'আতে যদি সালাম ফেরানো হয় তাহলে তাওয়াররুক করতে হবে।[১৪৫]

(৪৭) যদি চার রাক'আত বিশিষ্ট ছ্বলাত হয় তাহলে দ্বিতীয় সিজদার পর বসে দাঁড়িয়ে যাবে।[১৪৬]

(৪৮) চতুর্থ রাক'আতও তৃতীয় রাক'আতের ন্যায় পড়বে।[১৪৭] তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চতুর্থ রাক'আতে তাওয়াররুক করতেন।[১৪৮] তাওয়াররুক করার মানে এই যে, বাম পা ডান পায়ের তলা দিয়ে বের করে ডান পা-কে খাড়া রাখবে। আর ডান পায়ের আঙ্গুলগুলি কিবলামুখী করবে।[১৪৯] ছ্বলাতের শেষ রাক'আতে তাশাহুদের মধ্যে তাওয়াররুক করবে।[১৫০] চতুর্থ রাক'আত পূর্ণ করার পর 'আত্তাহিয়্যাহ' ও 'দরূদ' পাঠ করবে।[১৫১]

(৪৯) অতঃপর (দরুদ পাঠের পর) যে কোনো দু'আ ইচ্ছামাফিক পড়তে পারবে (আরবী ভাষায়)।[১৫২]

কতিপয় দু'আ নিম্নরূপ যেগুলি রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়তেন কিংবা পড়ার হুকুম দিতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ

[আল্ল-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল ক্বাবরি, ওয়া মিন আযাবিন নার, ওয়া মিন ফিতনাতিল্ মাহইয়া ওয়ালমামাতি ওয়া মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ

---

[১৪৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/১০৯২

[১৪৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮২৮, দেখুন টীকা নং ১৪০

[১৪৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮২৩।

[১৪৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮২৮।

[১৪৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮২৮।

[১৪৯] আল-কামূসুল ওয়াহীদ পৃ. ১৮৪১।

[১৫০] সুনানে আবী দাউদ হা/৭৩০, সনদ ছ্বহীহ।

[১৫১] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬২৬৫, মুসলিম হা/৪০২। ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৩৭০।

[১৫২] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৩৫, মুসলিম হা/৪০২

দাজ্জাল]

হে আল্লাহ আমি কবরের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব হতে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা হতে ও মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৫৩]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا، وَفِتْنَةِ المَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ

[আল্ল-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল ক্বাবরি, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল্ মাহইয়া ওয়া ফিতনাতিল মামাতি, আল্ল-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল মা-ছামি ওয়াল মাগরাম]

হে আল্লাহ আমি কবরের আযাব থেকে, মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ আমি গুনাহ ও ঋণগ্রস্ততা হতেও আপনার নিকট আশ্রয় চাই।[১৫৪]

اللهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

[আল্ল-হুম্মা ইন্না নাউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়া আউযুবিকা মিন আযাবিল ক্বাবরি, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল্ মাসীহিদ দাজ্জাল, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি]

হে আল্লাহ আমি জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৫৫]

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً

---

[১৫৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৭৭, মুসলিম ১৩১/৫৮৮

[১৫৪] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৩২, মুসনাদে আহমাদ হা/২৪৫৭৮।

[১৫৫] ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/১৫৪২, নাসাঈ হা/৫৫১৪, ইবনে মাজাহ হা/৩৮৪০

مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ

হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপরে অসংখ্য যুলুম করেছি। আপনি ব্যতীত ঐসমস্ত গুণাহ মাফ করার কেউ নেই। অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে ক্ষমা করুন এবং আমার উপরে অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[১৫৬]

اللهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

হে আল্লাহ! আমি যে সব গুণাহ ইতিপূর্বে করেছি এবং যা পরে কবর সব তুমি মাফ করে দাও। মাফ করে দাও সেই পাপরাশি, যা আমি গোপনে করেছি, আর যা প্রকাশ্যে করেছি। মাফ করো আমার সীমালংঘন জনিত পাপ সমূহ এবং সেই সব পাপ, যে পাপ সম্বন্ধে তুমি আমার অপেক্ষা অধিক জান। তুমি আদি, তুমি অনন্ত। তুমি যা চাও, তা আগে করো এবং তুমি যা চাও তা পিছনে করো। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মাবুদ নেই।[১৫৭]

(৫০) এ ব্যতীত যে সকল দু'আ পড়া প্রমাণিত আছে সেগুলি পড়া জায়েয এবং নেকীর উপায়। যেমন তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্র দু'আগুলি অধিকহারে পাঠ করতেন।

اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।[১৫৮]

দু'আর পর তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডানে এবং বামে সালাম ফিরাতেন।[১৫৯]

---

[১৫৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৩৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭০৫ ও ইবনে মাজাহ হা/৩৮৩৫, তিরমিযী হা/৩৫৩১, নাসাঈ হা/১৩০২।

[১৫৭] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৭১, আবূ দাউদ হা/১৫০৯, তিরমিযী হা/৩৪২২, ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৯৬৬।

[১৫৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৫২২

[১৫৯] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৮১-৫৮২

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ, তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত নাযিল হউক। প্রথমে ডানে তারপর বামে- আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত নাযিল হউক [১৬০]

(৫১) যদি ইমাম ছ্বলাত পড়ান তাহলে যখন তিনি সালাম ফেরাবেন তখন সালাম ফিরাতে হবে। ইতবান ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ

'আমরা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছ্বলাত পড়েছি। যখন তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাম ফেরাতেন তখন আমরাও সালাম ফেরাতাম।[১৬১]

ছ্বলাতের পর যিকিরসমূহ[১৬২]

(১) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে,

كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ

'আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সালাতের সমাপ্তি তার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) শুনেই বুঝতে পারতাম'।[১৬৩] একটি বর্ণনায় আছে যে,

كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ

'নাবী (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তাকবীর শুনার দ্বারা আমরা তার

---

[১৬০] ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৯৯৬, তিরমিযী হা/২৯৫, নাসাঈ হা/১৩২০, ইবনে মাজাহ হা/৯১৪, ইবনে হিব্বান হা/১৯৮৭। যদি কেউ ডান দিকে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ এবং বামদিকে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে তাতে সমস্যা নেই। (সুনানে আবূ দাউদ হা/৯৯৭, সনদ ছ্বহীহ)

[১৬১] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৩৮, ইমামের দু'দিকে সালাম ফিরানোর পর সালাম দেয়া উত্তম। তবে ইমামের সাথে সালাম ফিরালেও সমস্যা নেই। ফাতহুল বারী ২/৩২৩।

[১৬২] ছ্বলাতের পর যিকর ও দু'আ দুটোই প্রমাণিত।

[১৬৩] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৪২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৮৩

ছ্বলাত সমাপ্ত হওয়া বুঝতে পারতাম'।[১৬৪]

(২) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছ্বলাত সমাপ্ত করার পর তিনবার ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) পাঠ করতেন।[১৬৫] অর্থাৎ বলতেন:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ

(আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি -তিনবার)। অতঃপর বলতেন,

اللهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময়। তোমার নিকট থেকেই শান্তির আগমন। তুমি বরকতময়; হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী।[১৬৬]

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তার, প্রশংসা তারই। তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো শক্তি নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই। আমরা একমাত্র তারই ইবাদত করি। তারই নিয়ামাত, তারই অনুগ্রহ এবং তারই উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। দীনকে আমরা একনিষ্ঠভাবে তারই মনে করি, যদিও কাফিররা অপছন্দ করে।[১৬৭]

(৩) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিম্নোক্ত দু'আগুলিও পাঠ করতেন-

---

[১৬৪] ছ্বহীহ মুসলিম ৫৮৩। তবে উপমহাদেশের আলিমগণই এ হাদীছের ব্যাখ্যায় এরূপ আমল করতে বলেন। আর ইমামগণ পরের হাদীছ অনুযায়ী ছ্বলাত সমাপ্ত করার পর তিনবার ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করার মাধ্যমে শুরু করতে বলেন। প্রকাশক।

[১৬৫] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৯১, ইবনে মাজাহ হা/৯২৮, তিরমিযী হা/৩০০, নাসাঈ হা/১৩৩৭।

[১৬৬] ছ্বহীহ মুসলিম ৫৯১

[১৬৭] ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ হতে প্রকাশক কর্তৃক সংযুক্ত। ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৯৪, সুনানে নাসাঈ হা/১৩৩৯।

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ

আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই। তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। তারই রাজত্ব, তারই প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদানের ইচ্ছা করো, তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না এবং তুমি যাতে বাধা দাও, তা কেউ প্রদান করতে পারে না। আর কোনো সম্পদশালীর সম্পদই তোমার নিকট তাকে রক্ষা করতে পারে না।[১৬৮]

তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছ্বলাতের পর তেত্রিশ বার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ), তেত্রিশবার তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) এবং তেত্রিশবার তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পড়বে এবং শেষবার

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তার কোনো শরীক, নেই, তারই জন্য বিশ্বের সার্বভৌমত্ব, তারই যাবতীয় প্রশংসা এবং তিনি সবকিছুর উপরে অধিক ক্ষমতাবান' পড়বে তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হোক না কেন।[১৬৯]

তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আল-হামদুলিল্লাহ এবং চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার বলাও ছ্বহীহ।[১৭০]

তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উকবাহ ইবনে আমের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে হুকুম দিয়েছেন যে, প্রত্যেক ছ্বলাতের শেষে সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়তে।[১৭১]

---

[১৬৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৮৪৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৯৩, আবূ দাউদ হা/১৫০৫, নাসাঈ হা/১৩৪১।

[১৬৯] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৯৭, মুসনাদে আহমাদ হা/৮৮৩৪, ছ্বহীহ ইবনে খুযাইমাহ হা/৭৫০, ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান হা/২০১৬।

[১৭০] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৯৬

[১৭১] সনদ হাসান: আবূ দাউদ হা/১৫২৩, নাসাঈ হা/১৩৩৬

এ ব্যতীত যে সকল দু'আ কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে সেগুলি পাঠ করা উত্তম। যেহেতু এখন ছ্বলাত পূর্ণাঙ্গ হয়েছে সেহেতু নিজের পক্ষ হতেও দু'আ করা যেতে পারে।[১৭২]

(৪) তিনি (ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছ্বলাতের শেষে (সালামের পর) আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, সে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৭৩]

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাকে তন্দ্রা ও নিন্দ্রা স্পর্শ করে না। তার জন্যই আসমানসমূহে যা রয়েছে তা এবং যমীনে যা আছে তা। কে সে, যে তার নিকট সুপারিশ করবে তার অনুমতি ব্যতীত? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা তার জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ব্যতীত। তার কুরসী আসমানসমূহ ও যমীন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দু'টোর সংরক্ষণ তার জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান। [সূরা আল বাকারা ২: ২৫৫]

---

[১৭২] আওয়াজ করে এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে, বিশেষ করে ছ্বলাতের পর হাত তুলে দু'আ করার কোনো ভিত্তি নেই। এগুলো সবই বিদ'আত। সুতরাং মানুষ তার রবের নিকট দু'আ করবে নিজের জন্য ছ্বলাতের শেষাংশে সালাম ফিরানোর পূর্বে। অথবা সালাম ফিরানোর পর দু'হাত উঠানো ব্যতীত মনে মনে দু'আ করবে, তাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে ইমামের দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করা, আর মুক্তাদিরা তার সাথে দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করবে, যার কোনো ভিত্তি নেই। আর তা শরীয়াত সম্মতও নয়। একইভাবে দু'হাত উঠিয়ে উচ্চ আওয়াজে সম্মিলিত বা একাকী দু'আ করারও কোনো ভিত্তি নেই। এমনকি মাসজিদেও নয়, আর মাসজিদের বাহিরেও নয় (ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দারবি ইবনে বায। প্রকাশক কর্তৃক সংযুক্ত।

[১৭৩] সনদ হাসান: নাসাঈ কুবরা হা/৯৯২৮, ইবনু সুন্নী সনদ হাসান, বুলুগুল মারাম।

ফরয ছ্বলাতের পর দু'আ[১৭৪]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি দু'আ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

(১) হে আল্লাহ! আপনাকে স্মরণ করার জন্য, আপনার শুকরিয়া আদায় করার জন্য, আর আপনার সুন্দর ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য করুন।[১৭৫]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ

(২) হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা হতে, কৃপণতা হতে, অতি বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়া হতে। আর আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুনিয়ার ফিৎনা হতে ও কবরের আযাব হতে।[১৭৬]

رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

(৩) হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার আযাব হতে বাঁচিয়ে নিও, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে একত্রিত করবে।[১৭৭]

اللهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

(৪) হে আল্লাহ! আমি যে সব গুণাহ ইতিপূর্বে করেছি এবং যা পরে করবো, সব তুমি মাফ করে দাও। মাফ করে দাও সেই পাপরাশি, যা আমি গোপনে করেছি, আর যা প্রকাশ্যে করেছি। মাফ করো আমার সীমালংঘন জনিত পাপ সমূহ এবং সেই সব পাপ, যে পাপ সম্বন্ধে তুমি আমার অপেক্ষা অধিক জান।

---

[১৭৪] ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ হতে প্রকাশক কর্তৃক সংযুক্ত।

[১৭৫] ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/১৫২২, ইবনে খুযাইমা হা/৭৫১, ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান হা/২০২০, মুসনাদে আহমাদ হা/২২১১৯।

[১৭৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/২৮২২, তিরমিযী হা/৩৫৬৭, নাসাঈ হা/৫৪৮১।

[১৭৭] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭০৯, তিরমিযী হা/৩৩৩৯।

তুমি আদি, তুমি অনন্ত। তুমি যা চাও, তা আগে করো এবং তুমি যা চাও তা পিছনে করো। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বূদ নেই।[১৭৮]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

(৫) হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রুযী ও কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।[১৭৯]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ

(৬) হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট কুফর, দরিদ্রতা এবং ক্বরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[১৮০]

বিতর ছ্বলাত[১৮১]

বিতর ছ্বলাত এক রাক'আত পড়া উত্তম,[১৮২] তিন রাক'আত,[১৮৩] পাঁচ

---

[১৭৮] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭৭১, আবূ দাউদ হা/১৫০৯, তিরমিযী হা/৩৪২২

[১৭৯] হাসান: ইবনু মাজাহ হা/৯২৫, আহমাদ, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা।

[১৮০] সনদ হাসান: নাসাঈ হা/১৩৪৭, ইবনে খুযাইমা হা/৭৪৭।

[১৮১] ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ হতে প্রকাশক কর্তৃক সংযুক্ত।

[১৮২] ছ্বহীহ: বুখারী হা/৯৯০, মুসলিম ৭৪৯,৭৫২, আবূ দাউদ ১৩২৬, তিরমিযী হা/৪৩৭

[১৮৩] ছ্বহীহ: বুখারী (১১৪৭), মুসলিম (৭৩৮), মুয়াত্তা ৪৬৬, নাসাঈ (৩/২৩৪), ত্বহাবী (৭৩০৮), হাকিম (১/৩০৪), বাইহাক্বী (৪৮০৩), আব্দুর রাজ্জাক ৪৬৬৯। তবে মাঝে বৈঠক না করে একটানা তিন রাক'আত ও পাঁচ রাক'আত পড়া যায়। তিন রাক'আত বিতর পড়ার আরেকটি উত্তম পদ্ধতি হলো দু'রাক'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় এক রাক'আত পড়া। বুখারী হা/৯৯১, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৬২, ইরওয়াউল গালীল হা/৪২০

রাক'আত,[১৮৪] সাত রাক'আত[১৮৫] ও নয় রাক'আত[১৮৬] আদায় করা বৈধ। বিতর ছ্বলাতে রুকুর পূর্বে এবং ক্বিরা'আতের পরে হাত তুলে দু'আ কুনূত পাঠ করা উত্তম।[১৮৭] রুকূর পরেও দু'হাত তুলে বিতরের কুনূত পড়া যায়।[১৮৮] কুনূতে দু'হাত উত্তোলন করা মুস্তাহাব।[১৮৯]

কুনূতে নিম্নের দু'আ পাঠ করা সুন্নাত:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ আমাকেও তাদের মতো সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি মাফ করেছ আমাকেও তাদের মতো মাফ করো। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ তাদের মতো আমারও অভিভাবক হয়ে যাও। তুমি আমাকে যা দিয়েছ তাতে বরকত দাও। তুমি যে ফায়সালা করেছ তার অনিষ্ট থেকে আমাকে বাঁচাও। কারণ তুমিইতো ভাগ্য নির্ধারণ করে থাক। আর তোমার বিরুদ্ধে কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ সে কোনো দিন অপমানিত হয় না। আর তুমি যার সাথে দুশমনী করো, সে কোনো দিন সম্মানিত হতে পারে না। হে আমার রব! আপনিতো বরকতময় এবং সুমহান।[১৯০]

---

[১৮৪] ছ্বহীহ: মুসলিম হা/৭৩৭, আবূ দাউদ হা/১৩২৪, তিরমিযী হা/৪৫৭।

[১৮৫] ছ্বহীহ: নাসাঈ হা/১৭১৯, ষষ্ঠ রাক'আতে বৈঠক করে সাত রাক'আত পড়া যায়।

[১৮৬] ছ্বহীহ: মুসলিম হা/৭৪৬, আবূ দাউদ হা/১৩২৮, নাসাঈ হা/১৭২১। অষ্টম রাক'আতে বৈঠক করে নয় রাক'আত পড়া যায়।

[১৮৭] ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/১৪২৭, নাসাঈ হা/১৬৯৯, ইবনে মাজাহ হা/১১৮২, 'আল-ইরওয়া' হা/৪২৬।

[১৮৮] ছ্বহীহ: বায়হাকী সুনানুল কুবরা হা/৩২৭৫, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৩৪

[১৮৯] ছ্বহীহ: বাইহাক্বী (২/২১২), "মারিফাতুস সুনান" গ্রন্থে (২/৮৩)

[১৯০] ছ্বহীহ: আবূ দাউদ (১৪২৫), তিরমিযী (৪৬৪), নাসাঈ (১৭৪৫), ইবনে মাজাহ (১১৭৮), ছ্বহীহ ইবনে খুযাইমা ১০৯৫, দেখুন "আল-ইরওয়া" (৪২৯)।

ছ্বলাতের রাক'আত সংখ্যা[১৯১]

ছ্বলাত	ফরয রাক'আত	ফরযের পূর্বে সুন্নাত	ফরযের পর সুন্নাত	ফরযের পূর্বে বা পরে নফল
ফজর	২ রাক'আত	২ রাক'আত	----------	----------
যুহর	৪ রাক'আত	২ বা ৪ রাক'আত	২ রাক'আত	পরে আরো ২ রাক'আত
আসর	৪ রাক'আত	----------	-------- ---	পূর্বে ২ রাক'আত
মাগরীব	৩ রাক'আত	----------	২ রাক'আত	পূর্বে ২ রাক'আত
ইশা	৪ রাক'আত	--------- ---	২ রাক'আত	পূর্বে ২ রাক'আত
জুমু'আ	২ রাক'আত	২ রাক'আত	২ বা ৪ রাক'আত	পূর্বে[১৯২]

[১৯১] ছ্বহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ হতে প্রকাশক কর্তৃক সংযুক্ত।

[১৯২] অধিকাংশ আলিমের মতে ইমাম খুতবার জন্য বের হওয়ার পূর্বে যত ইচ্ছা বেশি বেশি নফল ছ্বলাত আদায় করতে পারে। শরহে মুসলিম নববী (৩/৩৮৫)।

জানাযার ছ্বলাত পড়ার ছ্বহীহ ও প্রমাণিত পদ্ধতি

(১) উযূ করবে।[১৯৩]

(২) ছ্বলাতের শর্তগুলি পূরণ করবে।[১৯৪]

(৩) কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে।[১৯৫]

(৪) তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবে।[১৯৬]

(৫) তাকবীরের সাথে সাথে রফউল ইয়াদাইন করবে।[১৯৭]

(৬) ডান হাত বাম হাতের যিরা-এর উপর রাখবে।[১৯৮]

(৭) ডান হাত বাম হাতের যিরা-এর উপর এবং তা বুকের উপর রাখবে।[১৯৯]

(৮) অতঃপর বলবে।

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ

আ'ঊযুবিল্লা-হিস্ সামী'ইল আলীমি মিনাশ শাই তোয়া নির রজীম, মিন হামযিহী

---

[১৯৩] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, উযূ ছাড়া কোনো ছ্বলাত নেই। ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৩৫, ছ্বহীহ বুখারী হা/৬২৫১।

[১৯৪] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা ছ্বলাত আদায় করো যেভাবে আমাকে ছ্বলাত আদায় করতে দেখ। বুখারী হা/৬৩১।

[১৯৫] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬২৫১। তারপর অন্তরে ছ্বলাতের নিয়্যাত করবে কিন্তু মুখে উচ্চারণ করবে না। মুখে নিয়্যাত উচ্চারণ করা শরীয়াত সম্মত নয়, বরং তা বিদ'আত। কারণ নাবী কারীম ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার ছাহাবাগণ কেউ মুখে নিয়্যাত উচ্চারণ করেননি। ছ্বহীহ ফিক্বহুস হতে প্রকাশক কর্তৃক টীকা সংযুক্ত।

[১৯৬] ছ্বহীহ: মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হা/৬৪২৮। তবে তাকবীরের পূর্বে অন্তরে নিয়্যাত করবে।

[১৯৭] নাফি হতে বর্ণিত, ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জানাযার ছ্বলাতে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে উভয় হাত উত্তোলন করতেন। ইবনে আবী শাইবা, সনদ ছ্বহীহ।

[১৯৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৪০, মুয়াত্তা মালিক হা/৩৭৭।

[১৯৯] মুসনাদে আহমাদ ৫/২২৬ হা/২২৩১৩, সনদ হাসান। জানাযাসহ সব ছ্বলাতের জন্যই এ পদ্ধতি।

ওয়া নাফখিহী ওয়া নাফছিহ।

আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী আল্লাহর নিকট পাগলামী, অহঙ্কারী, কু-কাব্যের প্ররোচনাকারী শয়ত্বান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।[২০০]

(৯) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়বে।[২০১]

(১০) সূরা ফাতেহা পড়বে।[২০২]

(১১) আমীন বলবে।[২০৩]

(১২) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম বলবে।[২০৪]

(১৩) অন্য একটি সূরা পাঠ করবে।[২০৫]

(১৪) অতঃপর তাকবীর বলবে এবং রফউল ইয়াদাইন করবে।[২০৬]

(১৫) অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করবে।[২০৭]

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى

---

[২০০] সুনানে আবূ দাউদ হা/৭৭৫, সনদ হাসান। কয়েকভাবে আঊযুবিল্লাহ পড়া যায়, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে

[২০১] সনদ ছ্বহীহ: সুনানে নাসাঈ হা/৯০৬, ইবনে খুজাইমা হা/৪৯৯, ইবনে হিব্বান হা/১৭৯৭

[২০২] বুখারী হা/১৩৩৫, মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৬৪২৮, তবে সানা পড়তে হবে না। আল্লামা আলবানী আহকামুল জানায়িয কিতাবে সানা পাঠ করাকে বিদ'আত বলেছেন।

[২০৩] সনদ ছ্বহীহ: সুনানে নাসাঈ হা/৯০৬, ইবনে হিব্বান হা/১৮০৫

[২০৪] মুসলিম হা/৪০০, কিতাবুল উম্ব ইমাম শাফেঈ।

[২০৫] সনদ ছ্বহীহ: সুনানে নাসাঈ হা/১৯৮৯

[২০৬] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৩৪, মুসলিম হা/৯৫২, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা

[২০৭] মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হা/৬৪২৮, সনদ ছ্বহীহ।

إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত।[২০৮]

(১৬) তাকবীর বলবে[২০৯] এবং রফউল ইয়াদাইন করবে।[২১০]

(১৭) অতঃপর মৃত ব্যক্তির জন্য খালেছ (আন্তরিক) ভাবে দু'আ করবে।[২১১] কিছু মাসনূন দুআ নিম্নরূপ-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا– اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ

[আল্ল-হুম্মাগফির লি হাইয়িনা- ওয়া মাইয়িতিনা-ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গা-য়িবিনা ওয়া ছাগীরিনা- ওয়া কাবীরিনা- ওয়া যাকারিনা- ওয়া উনছানা, আল্ল-হুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহ্য়িহী আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ্ফায়তাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমা-ন]

হে আল্লাহ তুমি আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত-অনুপস্থিত, ছোট-বড়, নর-নারী সকলকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের জীবিত রাখবে তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ। আর যাদের মৃত্যু দান করো তাদের ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো।[২১২]

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ

---

[২০৮] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৩৭০।

[২০৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৩৪, মুসলিম হা/৯৫২

[২১০] মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা হা/১১৩৮০, সনদ ছ্বহীহ।

[২১১] মুসনাদ আব্দুর রাজ্জাক হা/৬৪২৮, সনদ ছ্বহীহ; ইবনে হিব্বান হা/৭৫৪, আবূ দাউদ হা/৩১৯৯, সনদ হাসান। মেশকাত হা/১৬৭৪।

[২১২] সনদ ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/১০২৪, আবূ দাউদ হা/৩২০১

بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

[আল্ল-হুম্মাগফির লাহু ওয়ার হামহু ওয়াআফিহী ওয়া'ফু আনহু, ওয়া আক্‌রিম নুযুলাহু, ওয়া ওয়াসসি মুদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিলমা-য়ি ওয়াছ্‌ছালজি ওয়াল বারাদ, ওয়া নাক্কিহী মিনাল খাত্বাইয়া কামা- নাক্কায়তাছ ছাওবাল আবইয়াযা মিনাদ দানাস, ওয়া আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহী, ওয়া আহলান খাইরাম মিন আহলিহী ওয়া ঝাওজান খাইরান মিন ঝাওজিহী, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা ওয়া আ ইযহু মিন আযা-বিল ক্বরি আও মিন আযা-বিন না-র।]

হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও, তার উপর রহম করো, তকে পূর্ণ নিরাপত্তা দান করো, তাকে ক্ষমা করো, মর্যাদর সাথে তার আপ্যায়ন করো, তার কবরস্থান প্রশস্ত করো। তুমি তাকে ধৌত করে দাও পানি, বরফ, ও শিশির দিয়ে। তুমি তাকে পাপ হতে এমনভাবে পরিষ্কার করো যেমনভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। তাকে দুনিয়ার ঘর থেকে উত্তম ঘর দান করো, তার দুনিয়ার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করো এবং তুমি তাকে জান্নতে প্রবেশ করাও। আর তাকে ক্ববরের আযাব এবং দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও।[২১৩]

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَأَعِذْهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

আল্ল-হুম্মা ইন্না ফুলা-নাবনা ফুলা-নিন ফী যিম্মাতিকা, ওয়া হাবলি জিওয়া-রিকা; ফাআ ইযহু মিন ফিতনাতিল ক্বর, ওয়া আযাবিন্নার, ওয়া আনতা আহলুল ওয়াফা -য়ি ওয়াল হাক্বি; আল্ল-হুমা ফাগফির লাহু ওয়ার হামহু, ইন্নাকা আনতাল গফূরুর রহীম।

হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক আপনার যিম্মায় ও তত্ত্বাবধানে আবদ্ধ। অতএব আপনি তাকে কবরের পরীক্ষা ও জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন। আপনি ওয়াদা ও সত্যের মালিক। হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন ও অনুগ্রহ

[২১৩] ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৬৩

করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[২১৪]

اللَّهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ. وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ. اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

আল্ল-হুম্মা ইন্নাহু আবদুকা ওয়াবনু আবদিকা ওয়াবনু আমাতিকা কা-না ইয়াশহাদু আল লা- ইলাহা আল্লা আনতা, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রসূলুকা। ওয়া আনতা আ-লামু বিহি, আল্ল-হুম্মা ইন কানা মুহসিনান, ফাযিদ ফী ইহসানিহি, ওয়া ইন কানা মুসীয়ান, ফাতাযা-ওয়ায আন সাইয়িআতিহি, আল্ল-হুম্মা লা- তাহরিমনা- আযরহু, ওয়া লা- তাফতিন্না বা'দাহু।

হে আল্লাহ! এ ব্যক্তি আপনার বান্দা এবং আপনার বান্দা ও বান্দীর পুত্র, সে সাক্ষ্য দিত যে, আপনি ব্যতিত অন্য কোনো সত্য মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ আপনার বান্দা ও রসূল, আপনি এ বান্দা সম্বন্ধে অধিত জ্ঞাত। হে আল্লাহ এ ব্যক্তি যদি প্রকৃত নেক বান্দা হয় তবে তার নেকী বৃদ্ধি করুন, আর যদি সে মন্দ লোক হয় তবে তাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ তার পুণ্যের ছওয়াব হতে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না, আর আমাদেরকে ফিতনায় লিপ্ত করবেন না।[২১৫]

اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

আল্ল-হুম্মা আ য়িয্হু মিন আযাবিল ক্বব্র। 'হে আল্লাহ তাকে কবরের আযাব হতে বাঁচাও'।[২১৬]

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنْهُمْ فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، وَمَنْ أَبْقَيْتَهُ مِنْهُمْ فَأَبْقِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ

---

[২১৪] হাসান-ছহীহ: আবূ দাউদ হা/৩২০২, ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৩০৭৪, মেশকাত হা/১৬৭০

[২১৫] মুয়াত্তা মালিক হা/৫৩৬

[২১৬] ছ্বহীহ: মুয়াত্তা ৫৩৬, ছহীহ আলবানী মেশকাত হা/১৬৮৯, মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হা/৬৬১০, আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিষ্পাপ শিশুদের জন্য এ দু'আ পড়তেন।

[আল্ল-হুম্মাগফির লি হাইয়িনা- ওয়া মাইয়িতিনা-ওয়া ছাগীরিনা- ওয়া কাবীরিনা- ওয়া যাকারিনা- ওয়া উনছানা-ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গা-য়িবিনা, আল্ল-হুম্মা মান তাওয়াফ্ফায়তুহু মিনহুম ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমা-ন। ওয়া মান আবক্বইতুহু-মিনহুম ফাআব ক্বিহি আলাল ইসলাম][২১৭]

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِهَذِهِ النَّفْسِ الْحَنِيفِيَّةِ الْمُسْلِمَةِ، وَاجْعَلْهَا مِنَ الَّذِينَ تَابُوا، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، وَقِهَا عَذَابَ الْجَحِيمِ

আল্ল-হুম্মাগ ফিরলি হাযিহিন নাফসিল হানিফিইয়্যাতিল মুসলিমাহ-ওয়াজ আল হা মিনাল্লাজিনা তা-বূ, ওয়াত তাবায়ূ সাবিলিকা ওয়া ক্বিহা আযাবাল জাহিম।[২১৮]

(১৮) মৃত ব্যক্তির জন্য খাসভাবে (নির্দিষ্ট) কোনো দু'আ নেই।[২১৯]

সুতরাং যে কোনো প্রমাণিত দু'আ পড়লেই জায়েয হবে। সাইয়েদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি এবং তাবেঈদের উক্তি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য একাধিক দু'আ একত্রিত করে পড়া যেতে পারে।

(১৯) তারপর আবার তাকবীর বলবে।[২২০]

(২০) তারপর ডান দিকে সালাম ফেরাবে [বাম দিকে নয়]।[২২১]

[বি.দ্র. আরবীর উচ্চারণ অন্য ভাষায় বিশুদ্ধ নয়। সুতরাং আরবীতে পড়ার চেষ্টা করুন]

---

[২১৭] মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা: ৩/২৯৩ হা/১১৩৬১, সনদ হাসান

[২১৮] মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা: ৩/২৯৪ হা/১১৩৬৬, সনদ ছ্বহীহ

[২১৯] মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা: ৩/২৯৫ হা/১১৩৭০

[২২০] ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৩৪; ছ্বহীহ মুসলিম ৯৫২]

[২২১] ছ্বহীহ: মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক হা/৬৪২৮, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা হা/১১৪৯১। আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ছাহাবা হতে দু'দিকে সালাম ফেরানো প্রমাণিত নয়। আল্লামা আলবানী তার আহকাম আল জানায়েয বইতে বাইহাকী হতে হাসান সনদে দুদিকে সালাম ফেরানোর যে হাদীছ নিয়ে এসেছেন তা দু'দিক থেকে যঈফ।